বহির্ভারতে রামায়ণী সভ্যতা : বালিদ্বীপ

অনিতা বসু
লোকশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

[পূর্বানুবৃত্তি : গত ভাদ্র ১৪২৫ সংখ্যার পর]

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, বীর সেনানায়ক সুগ্রীব তাঁর দূতদের পাঠিয়েছিলেন 'যবদ্বীপে' সীতার অন্বেষণে। এই যবদ্বীপই সেই জাভা, সুমাত্রা, বালি। প্রাচীন তামিল মহাকাব্য 'মণিমেখলা'য় এই যবদ্বীপ ও তার রাজধানী 'নাগাপুরম'-এর উল্লেখ পাই।

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রামায়ণের প্রভাব ও অনুশীলন আরও বেশি আকারে প্রকাশ পায় ইন্দোনেশিয়ায়। রামায়ণ বা 'কাকাবীন' লিখিত রূপের থেকেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে Performing Art বা চারুকলায়। বালি ও জাভাতে নৃত্যে, গীতে, ছায়ানাটকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তেমনি এর প্রভাব সামাজিক রীতিতে।

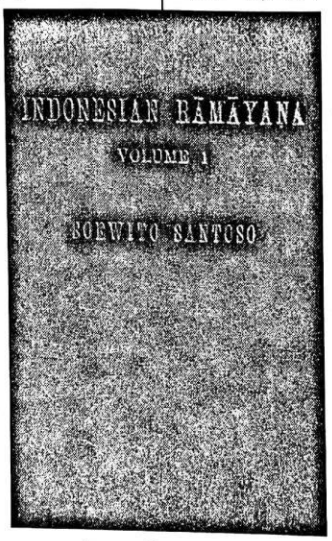

ইন্দোনেশিয়ান রামায়ণ

স্বামীজী বলেছেন—ভারতের মুখ্য ভাবই হচ্ছে ধর্ম, যেমন সঙ্গীতের একটা প্রধান সুর থাকে, সেরকম প্রত্যেক জাতেরই এক-একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাবই হচ্ছে ধর্ম—সমাজসংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ। (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯) বালিদ্বীপের অধিবাসীরা যেন এই মর্মবাণীটিই অনুসরণ করে চলেছে। তারা তাদের দৈনিক জীবনযাত্রায় এখনো সেই ভাব বজায় রেখেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মতো এখানেও প্রতিদিন সকালবেলায় মেয়েরা হাতে তৈরি বেতের টুকরি করে চাল, ফল-ফুল ও ধূপ জ্বালিয়ে সদর দরজার বাইরে রেখে দেয়। প্রকৃতির আরাধনা থেকে গৃহদেবতার অর্চনা—দিনের শুরু হয় এভাবেই। দিনে তিনবার ঈশ্বর-উপাসনার পদ্ধতি আজও অনুসৃত।

থাইল্যান্ডে যেমন 'Swadi Kha'—'সওয়াদি খা' অর্থাৎ স্বস্তিকা জানিয়ে সম্ভাষণ করা হয়, এখানে তেমনি 'সু-অস্তি' বলে সম্ভাষণ করে প্রত্যেকে। সবথেকে অবাক হয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম, একজন প্রধান পদণ্ড অর্থাৎ পুরোহিত বা প্রধান পণ্ডিত ডেনপাসার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্মেলনে প্রথম দিন মঞ্চে বসে সর্বাগ্রে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে উপাসনা করে, ধ্যান সহযোগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন সম্মেলন শুরু করার জন্য। আমাদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনের প্রথম দিনে সর্বসমক্ষে মঞ্চে বসে এইভাবে ঈশ্বরের আরাধনা সম্ভব হবে বলে সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারি না। কিন্তু বালিদ্বীপে তা সম্ভব। ২০১৭-এর মে মাসের ২৮ তারিখে স্বচক্ষে তা দেখার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল। আর মনে পড়ে যাচ্ছিল স্বামীজীর সেই অমোঘ কথাটি—"আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।" (ঐ, পৃঃ ৩১৩)

এই যে ধর্মাচরণ তা আসলে ধারণ করে আছে প্রাচীন জাভা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্যোতনাকেই। তা ধারণ করে আছে ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহ্যময়তাকে, বিশ্বাসকে, আত্মমর্যাদাকে। আর সেজন্যই বোধকরি সমগ্র বালিদ্বীপে, জাভাতে আজও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের শিক্ষা-দর্শন এত প্রাসঙ্গিক।

জাভা, বালিদ্বীপের সভ্যতায় রামায়ণের মিশ্রণও ঠিক এভাবেই। সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রামায়ণ পাঠ করা একটি বিশেষ প্রথা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু লৌকিক আচরণের কথা। যখন কোন শিশুর জন্ম হয়, তখন বালিতে 'মোচোপাত' নামক একটি অনুষ্ঠান হয়। এটা খানিকটা আমাদের নামকরণ বা অন্নপ্রাশনের মতো। ভারী সুন্দর করে সাজানো হয় পুজোর উপকরণ দিয়ে। সেই অনুষ্ঠানে কিছু কিছু বিশেষ

Scanned with CamScanner

অংশ বা 'কাণ্ড' পাঠ করা হয় রামায়ণ থেকে, যা কাওই বা ক-ঈ ভাষায় লেখা। প্রতিটি খণ্ড পাঠের শেষ পর্বে সেই খণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা কী তা বুঝিয়ে বলা হয়। 'বেবাচান' নামক এই ধরনের অন্য একটি অনুষ্ঠান হয়, যেখানে কোন একজন সুপণ্ডিত সুর করে কাওই বা ক-ঈ ভাষায় রামাকাব্য বা রামায়ণ পাঠ করে এবং আর-একজন তার অনুবাদ করে দেয় স্থানীয় ভাষায়। একটি ব্যাপার এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এই রামায়ণ পাঠ করার ধরনটির সঙ্গে উত্তরভারতের তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর খুবই একাত্মতা।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানবজীবনে। এবং একইভাবে জড়িত রামায়ণ ও মহাভারত। এই 'বেবাচান' শব্দটির মূল উৎপত্তিস্থল এখনো সঠিক জানা নেই কিন্তু 'বেবাস' বলে একটি শব্দ ইন্দোনেশীয় ভাষায় পাওয়া যায়, যা একটি বিশেষণ; এর অর্থ হলো মুক্তি বা আত্মস্বাধীনতা। সেই ক্ষেত্রে যখন এই ভারতীয় মহাকাব্যের পাঠ হয় তা একপ্রকার মোক্ষ বা সার্বিক মুক্তি সম্পর্কে আমাদের যে প্রাচীন দর্শন তাকেই হয়তো তুলে ধরে।

বালিদ্বীপে রামায়ণের সর্বাপেক্ষা প্রভাব বোধকরি তাদের পুতুলনাচ বা ছায়াপুতুল নাটিকায়। বালিদ্বীপ যারা গিয়েছে তারা প্রত্যেকেই দেখেছে, তাদের আবাসস্থল বা বসবাসের ঘরগুলি কী সুন্দরভাবে মন্দিরের মতো করে গঠিত হয়! পথে চলতে গেলে রামচন্দ্র, অর্জুনের বীরমূর্তিও প্রায়শই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন মূর্তিও দেখেছি। শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই শ্রীবিষ্ণুর অবতার। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে শ্রীবিষ্ণুর অসীম প্রভাব আছে—একথা আগেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব এদের সংস্কৃতিতে।

বালিদ্বীপে রামায়ণ নৃত্যনাট্য

রামায়ণ অবলম্বন করে যেসকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দ্বীপগুলিতে সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজও সজীবভাবে বহমান, তাদের মধ্যে 'ওয়েয়াং কুলিট' বা 'ছায়ানাটক', বিভিন্ন লেগং ও বারং নৃত্যশৈলী এবং রামায়ণ ব্যালে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জাভা, বালি, লম্বক, যোগ, জাকার্তা প্রভৃতি দ্বীপদেশগুলিতে 'ওয়েয়াং' বা এই ছায়াপুতুল নাটিকার অসম্ভব জনপ্রিয়তা ও প্রভাব। 'কুলিট' শব্দটির অর্থ চামড়া; সেটি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে—'skin' অর্থাৎ গাত্রচর্ম এবং 'leather' বস্তু হিসাবে। 'ওয়েয়াং' মানে ছায়া, আবার প্রাচীন জাভাভাষায় পূর্বপুরুষদের বোঝায়। 'ওয়ে' অর্থে পূর্বপুরুষ এবং 'আং' বা 'য়েং' প্রতীক। অর্থাৎ 'ওয়েয়াং' শিল্পমাধ্যমটি একপ্রকারের পুতুলনাচ, যেগুলি কাঠ বা চামড়ার তৈরি। এর ছায়াগুলি একটি বড় সাদা পরদার ওপর ফেলে সর্বসাধারণের সামনে ছায়ানাটিকারূপে অভিনীত হয়। এর মাধ্যমে জাভা দেশের প্রাচীন লোকগাথা, বীর পূর্বপুরুষদের বিশেষ ঘটনাবলী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণরূপে

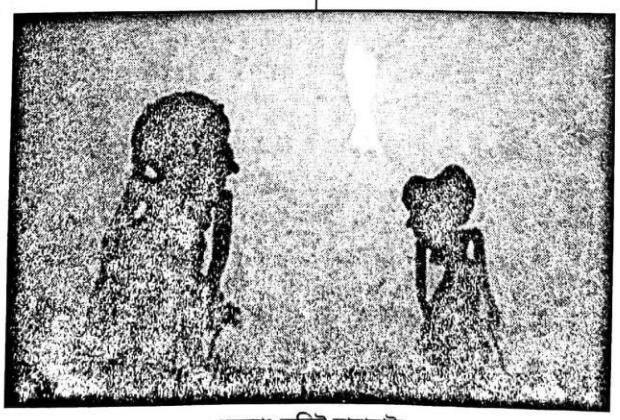

ওয়েয়াং কুলিট ছায়ানাট্য

Scanned with CamScanner

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীকে তুলে ধরা হয়।

এই ছায়ানাটকগুলিকে সাতটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা যেতে পারে—(১) ওয়েয়াং পুরওয়া, (২) ওয়েয়াং গেড়োগ, (৩) ওয়েয়াং কেলিতিক, (৪) ওয়েয়াং গোলেক, (৫) ওয়েয়াং তোপেং, (৬) ওয়েয়াং বোং এবং (৭) ওয়েয়াং বেবের। এই ওয়েয়াং বা ছায়াপুতুলদের দ্বারা নাটক বহু পুরানো। যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অর্জুনবিবাহ কাকাবীনে এর উল্লেখ আছে। এই ছায়ানাট্য বিষয়টির মূল আগমন কোন্ দেশ থেকে তা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি সব অভিমতই শেষে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় যে, এগুলির আদিনিবাস ভারতবর্ষের পুতুলনাচের নাটকে। দক্ষিণভারত, রাজস্থান, গুজরাটের পুতুলনাটক সর্বজনবিদিত। 'সূত্রধার' বলে সংস্কৃত নাটকে একটি জনপ্রিয় শব্দ ছিল, যা ইঙ্গিত করে—একটি চরিত্রের সঙ্গে আর-একটি চরিত্র বা একটি কাহিনীর সঙ্গে আর-একটি কাহিনীর কী যোগসূত্র তা ব্যাখ্যা করা। পরবর্তিকালে 'সূত্রধার'-এর আর-একটি অর্থ দেখা যায়—যে পুতুল নাচানোর সুতো বা দড়ি ধরে থাকে; তারপরে অর্থ দাঁড়ায়—যে নিজেই অভিনয় করে। প্রাচীন ভারত থেকে যার উদ্ভব তাতে কিন্তু জাভা, বালিদ্বীপের সংস্কৃতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং একে অবলম্বন করে একটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশিষ্ট শিল্পকলা গড়ে উঠেছে।

এপ্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবত ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীনে (শ্যাম আর কম্বোজে) যায়, যবদ্বীপে যায়, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর মিশরেও যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়।" (রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃঃ ৪৪৫) এই ওয়েয়াং নাট্যসাহিত্য মূলত রামায়ণ, মহাভারত এবং Pandji বা পঞ্জি অর্থাৎ প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে নিয়ে যে ছায়ানাটক হয়, তারই নাম—

(১) ওয়েয়াং পুরওয়া বা পূর্বা (Wayang Poerwa)। এতে চামড়ার তৈরি পুতুলগুলির ছায়া পরদার ওপর ফেলে নাট্যঘটনা তৈরি হয়। এই পরদাকে বলে 'কেলি'।

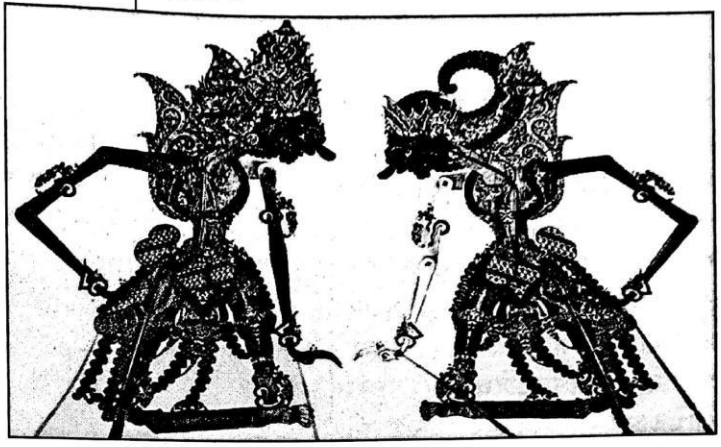

ওয়েয়াং কুলিটের আর-এক দৃশ্য

(২) ওয়েয়াং গেড়োগ—একটু স্বাতন্ত্র্য-মিশ্রিত আগেরটির থেকে।

(৩) ওয়েয়াং কেলিতিক—এতে চ্যাপটা কাঠের পুতুল ব্যবহৃত হয়।

(৪) ওয়েয়াং গোলেক—এতে কাপড়-জামাপরিহিত গোল গোল আকৃতির পুতুল ব্যবহৃত হয়।

(৫) ওয়েয়াং তোপেং—মুখোশপরিহিত ব্যক্তিদের ছায়ানৃত্য।

এছাড়াও ওয়েয়াং বোং ও ওয়েয়াং বেবের নামে বিভিন্ন ছায়ানৃত্য হয়। এদের মধ্যে ওয়েয়াং পুরওয়া, ওয়েয়াং কেলিতিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে যে-পুতুলগুলি দেখানো হয়, সেগুলির মধ্যে মূলত সীন্তা বা সীতাদেবী, শ্রীরামা বা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণা বা লক্ষ্মণ, রাওয়ানা বা রাবণ, শিত্তা বা মহাদেব বা 'বাটরা গুরু' এবং দুর্গা বা 'বটেরা দুর্গা' বালির নাটকে বিশেষ উল্লেখ্য। জাভার কাহিনীতে মহাভারতের প্রভাব বেশি। 'গঠতকাতজা' অর্থাৎ ঘটোৎকচ, 'শ্রীকন্তী' বা শিখণ্ডী, 'বীমা' বা ভীমদেব, 'সুবদ্রা' বা সুভদ্রা, 'অরজুদনা' বা অর্জুনের প্রাধান্য বেশি।

রামায়ণ-মহাভারতকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানগুলিতে এক শ্রেণির মানুষের বিশেষ ভূমিকা থাকে। 'দালাং'

Scanned with CamScanner

বা 'ডালাং' নামে পরিচিত ব্যক্তির ওপরেই সমগ্র 'ওয়েয়াং কুলিট' বা এই ছায়ানাটিকাগুলি নির্ভর করে। সে একাধারে পরিচালক, কথকঠাকুর, কণ্ঠ-অভিনেতা, সূত্রধার সবকিছু।

এই দ্বীপদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারের সন্তানদেরই শিল্পকলায় পারদর্শী হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। খানিকটা যেন আমাদের বাঙালী পরিবারের মতোই। প্রতিটি পরিবারেরই মানুষজন নৃত্য, গীত, বাদ্যযন্ত্র অথবা নাটকের গুণগ্রাহী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সেই ধারা আজও গর্বের সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছে। সেজন্যই বোধকরি মা সরস্বতীর বন্দনা বালিদ্বীপে বছরে দুবার হয় এবং এদের প্রধান আরাধ্যা দেবী সরস্বতীই। আর পুজোর সঙ্গে রয়েছে দালাং বা পণ্ডিতদের ওতপ্রোত সম্পর্ক। তাই দালাং সম্পর্কে জানাতে বসে অনিবার্যভাবেই একথাগুলি কলমে চলে আসে। অতি শিশুকাল থেকেই এই দালাং একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে গঠিত হয়। ভাল গীতিকার, বাদ্যযন্ত্রী, নৃত্যকার, পরিচালক, নতুনভাবে চিন্তা করার ও তা উপস্থাপনা করায় দক্ষ এবং সর্বোপরি পৌরোহিত্য ও আধ্যাত্মিক পথের গুণগ্রাহী মানুষই একমাত্র দালাং হিসাবে নির্বাচিত হয়। ছোট থেকেই এই মানুষটি ছায়ানাট্যপুতুল তৈরি করাতেও দক্ষ হয়। খুব শিশুকাল থেকেই কাওই বা ক-ঈ ভাষায় এবং সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ অনুশীলন শুরু হয়। শুধুমাত্র মুখস্থ করা বা মনে রাখাই নয়, রামায়ণ ও মহাভারতের মূল ভাব, ধর্ম, দর্শন ও চিরায়ত সত্যের অনুধাবন সেই শিশুকাল থেকেই তৈরি হতে থাকে জীবনের ধারায়। এই বিদ্যাকে বলা হয় Laws of the Wayang বা 'ধর্মা পয়াঙ্গান', অর্থাৎ 'ধর্ম প্রয়োগ' বিদ্যা। যখন দালাং সর্ববিদ্যায় সঠিকভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে, তখন তাকে Gyuru Dalang অর্থাৎ 'গুরু দালাং' হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিছু দালাং থাকে যারা বেশ কিছু নির্ধারিত ধর্মীয় রীতিতে আরও বেশি শিক্ষাগ্রহণ করে উচ্চবর্গীয় পুরোহিতকুলের থেকে; তাদের বলা হয় Amangku Dalang বা 'আমাংকু দালাং'।

লক্ষ্মণের মূর্তি, জাভা

রামায়ণকে কেন্দ্র করে একটি জাতির মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটে চলেছে—এ তারই নিদর্শন। মূলত এই ছায়ানাটিকাগুলিতে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবকেই মুখ্য চরিত্রে দেখানো হয়। একটি বড় মসলিন কাপড়ের পরদায় দালাং তার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ভক্তির মিশ্রণে দক্ষ হাতে এই ছায়াপুতুলগুলির সাহায্যে তুলে ধরে দেবতা ও রাক্ষসদের যুদ্ধ, প্রেম-ভালবাসা, বিশ্বাস, পতিপ্রেমের সেই চিরন্তন কাহিনীকে। যেকোন ওয়েয়াং কুলিট শুরু হওয়ার আগে দালাং পরদার সামনে তার পাদুটি ক্রস করে বসে রামায়ণ থেকে কিছু নির্দিষ্ট 'সুলুকা' বা শ্লোক উচ্চারণ করে। রাত্রির অন্ধকারে ধূপ-ধুনার গন্ধে, নারকেল তেলের দীপের আলোতে দালাঙের সেই প্রাচীন রহস্যময় উচ্চারণের মাধ্যমে মানবমন কখনো শ্রীরামকে দেখে অভিভূত হয়, কখনো রাবণের ক্রূরতায় ভীত হয়। এ এক রহস্যময় অথচ আনন্দের উপস্থাপনা!

বালি ও জাভা দ্বীপের 'রামায়ণ' কাকাবীনের মধ্যে বিশাল কোন পার্থক্য নেই। দুটি দ্বীপেই ঘটনাবলী প্রায় একই রকম, পার্থক্য একটাই—জাভা দ্বীপের প্রাম্বানান মন্দিরে দৈনন্দিন যে রামায়ণ ব্যালে বা নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়, তার প্রধান কুশীলবরা ধর্মীয় বিশ্বাসে ইসলামের পথিক কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে সেটা কখনই কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। 'ওয়েয়াং কুলিট' জাভাতেও খুব বিখ্যাত। কিন্তু জাভাতে ইসলামিক প্রভাব বেশি হওয়ার জন্য সেখানে কথকতার ধরন, পুতুলগুলি তৈরির পদ্ধতিতেও কিছু পার্থক্য দেখায়। জাভাতে ওয়েয়াং পুরওয়া বেশি জনপ্রিয়। ইসলামী প্রভাব-সমন্বিত ছায়ানাটক ওয়েয়াং গোলেক নামে পরিচিত। মহাভারতের কাহিনী জাভায় বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু দুটি দ্বীপেই যখন রামায়ণী নৃত্যনাটক প্রকৃত মনুষ্য-চরিত্র দিয়ে অভিনীত হয় তখন তা Legong Kakawin—লেগং কাকাবীন নামে বিখ্যাত। জাভার প্রাম্বানান মন্দিরের সামনের খোলা চত্বরে যে অসাধারণ রামায়ণী নৃত্যনাটক অনুষ্ঠিত হয়, তা রূপ-বর্ণ-কথকতা-নৃত্যের সুঠাম ভঙ্গিমায় অনবদ্য। [ক্রমশ]

Scanned with CamScanner